ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUL 1 2 1999
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৬

৩৬

তেজগাঁওয়ে অপহরণের পর ছাত্রলীগ নেতা খুন

পলিটেকনিক ছাত্রাবাসের দখল নিয়ে বিরোধ

নিহত ছাত্রলীগ নেতা সোহেল

কাগজ প্রতিবেদক : প্রাধান্য বিস্তার নিয়ে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ বিরোধের জের ধরে গতকাল রোববার রাতে তেজগাঁও পলিটেকনিক ছাত্রাবাসের সামনে ছাত্রলীগ নেতা সোহেল (২৬) খুন হয়েছেন। সোহেল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি ছিলেন।

ইনস্টিটিউটের এক সূত্র জানায়, ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ বিরোধের জের ধরে সোহেল গ্রুপের সঙ্গে বর্তমান ছাত্র সংসদ নেতা মুন্না গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। প্রায় প্রতিদিনই এই দুই গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং সংঘর্ষ বাধতো। মুন্না গ্রুপ সন্ত্রাসী সুইডেন আসলামের ছোট ভাই বাদশার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইনস্টিটিউটের লতিফ ছাত্রাবাস এবং আজিজ ছাত্রাবাসে সন্ত্রাসীদের দুর্গ গড়ে তোলে। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনও নেপথ্যে থেকে মুন্না-বাদশা গ্রুপকে সহযোগিতা করতো বলে অভিযোগ রয়েছে।

সূত্র জানায়, গতকাল সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টার দিকে সোহেল এবং তার এক বন্ধু একটি বেবিট্যাক্সি করে তেল নেওয়ার জন্য ইনস্টিটিউটের সামনে পেট্রোল পাম্পে যান। এ সময় বাদশা, মুন্না এবং মাহামুদসহ সাত/আটজন সশস্ত্র যুবক তাদের অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে পাশের আজিজ ছাত্রাবাসের সামনে নিয়ে যায়। সেখানে রড দিয়ে পিটিয়ে তারা সোহেলের হাত-পা ভেঙে ফেলে এবং বুকে কয়েক রাউন্ড গুলি করে। সোহেল মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তারা তাকে ফেলে রেখে অপর সঙ্গীকে অপহরণ করে পাশের লতিফ ছাত্রাবাসের দোতলায় নিয়ে একটি কক্ষে আটকে রাখে। পরে ঐ যুবক জানালার কাচ ভেঙে নিচে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে যায়।

এই খবর সোহেল গ্রুপের কর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে সোহেল গ্রুপ ও বাদশা-মুন্না গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং গুলি বিনিময় চলে। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সোহেলের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায়।

এ ব্যাপারে রাতে তেজগাঁও থানার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে অস্বীকৃতি জানান। তবে মুন্না, বাদশা, হান্নান, মাহামুদসহ ৮-১০ জন যুবক এই ঘটনা ঘটায় বলে তারা জানান।